প্রস্তাবসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা সুনিশ্চিত করতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রর সঙ্গে যুক্ত ধীবর ও মৎস্যজীবীদের সরকারের সঙ্গে কাজ করতে হবে। এর জন্য শুধু মৎস্যক্ষেত্রেই নয়, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রর সঙ্গে যুক্ত সম্প্রদায়ের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও বিভিন্ন সরকারী বিভাগ এবং স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে সক্রিয় সম্পৃক্ততা ও সমন্বয়ের প্রয়োজন।

এসএসএফ নির্দেশিকা সম্বন্ধে আরও তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে?

তা পাওয়া যাবে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার (ফাও) ওয়েবসাইটে

http:/www.fao.org/fishery/ssf/guidelines/en

সিএসও-র ওয়েবসাইটেও তা পাওয়া যাবে

http:/sites.google.com/site/smallscalefisheries/ এবং
http:/igssf.icsf.net/

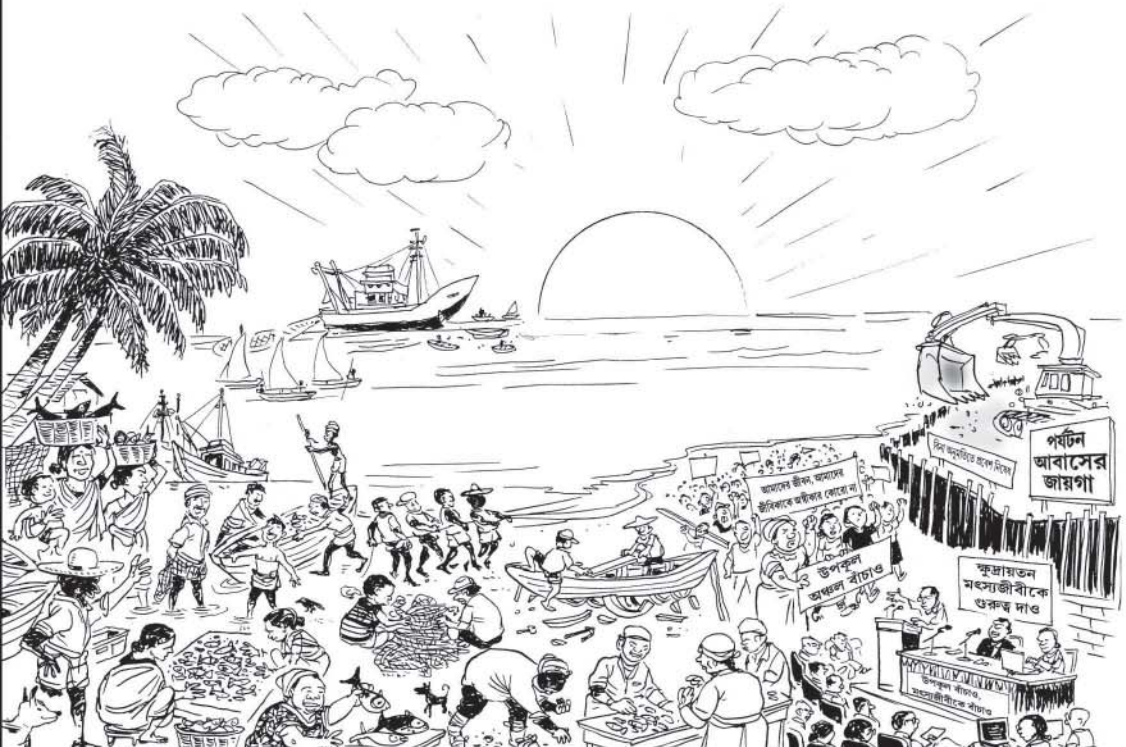

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসনের প্রেক্ষিতে টেকসইযোগ্য ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র অর্জনে খসড়া স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা

(এসএসএফ নির্দেশিকা)

এসএসএফ নির্দেশিকা কী?

১৯৯৫ সালের দায়িত্বশীল মৎস্যক্ষেত্রের লক্ষ্যে এফএও বা ফাও (রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা) যে আচরণবিধি প্রণয়ণ করেছিল, তারই পরিপূরক হিসাবে ফাও *খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসনের প্রেক্ষিতে টেকসইযোগ্য ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র অর্জনে খসড়া স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা* প্রণয়ণ করার প্রক্রিয়া গ্রহণ করেছে।

২০০৮ সালে থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনের সুপারিশক্রমে ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মৎস্যক্ষেত্র বিষয়ক কমিটির (Committee on Fisheries/COFI) ২৯তম অধিবেশনে এই নির্দেশিকা প্রণয়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোফি (COFI) লক্ষ্য করে যে, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্বকে প্রায়শই স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছিল না এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবী ও তাদের সম্প্রদায়ের চাহিদার প্রতি যথাযথ মনোযোগ প্রদান করা হচ্ছিল না।

যদি কোফি কর্তৃক গৃহীত এই এসএসএফ নির্দেশিকা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের গুরুত্বকে ব্যাপকতরভাবে বোঝাতে ও চেনাতে এবং একটি মানবাধিকারভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, তবে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য নিরসনে জাতীয় আয়তনে ও বিশ্বায়তনে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্র ইতিমধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, তা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

এসএসএফ নির্দেশিকা কীভাবে তৈরি হল? এই প্রক্রিয়ায় কি নাগরিক সমাজের সংগঠনসমূহ অংশগ্রহণ করেছে?

ফাও-এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ বর্তমানে এসএসএফ নির্দেশিকা নিয়ে মত-বিনিময় করছে। (ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মৎস্যজীবীদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন এবং এনজিও সহ) নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহ, আঞ্চলিক সংগঠনসমূহ এবং অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ এই মত-বিনিময়ে অংশগ্রহণ করছে। এই বিষয় নিয়ে প্রথম প্রায়োগিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে ২০১৩ সালের মে মাসে; দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হবে ২০১৪-র ফেব্রুয়ারি মাসে।

এই প্রায়োগিক মত-বিনিময়ের আগে এসএসএফ নির্দেশিকার খসড়া প্রণয়ন নিয়ে আলোচনার লক্ষে ফাও এবং বিভিন্ন রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠনের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি আলাপ-আলোচনা সংগঠিত করা হয়েছিল। ২০০৮-এর ব্যাংকক সম্মেলনের পর থেকে নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহ এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে নিযুক্ত থেকেছে। তারা এশিয়া, আফি কা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে ২০টি জাতীয় স্তরে কর্মশালা এবং আফি কায় দুটি আঞ্চলিক কর্মশালার আয়োজন করেছে। পাশাপাশি ইয়োরোপীয় ইউনিয়ন এবং কানাডাতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের ধীবর ও মৎস্যজীবীদের মধ্যে মত-বিনিময়ের আয়োজন করেছে, যেখানে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত নারী-পুরুষ মৎস্যজীবী সহ কয়েক শত মানুষজন অংশগ্রহণ করেছে। আলোচ্য এসএসএফ নির্দেশিকা প্রণয়ণ প্রক্রিয়ায় তাদের আকাঙ্ক্ষা ও প্রস্তাবসমূহকে গঠনমূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নাগরিক সমাজের এই মঞ্চটির কাজকর্মকে সমন্বয় সাধন করেছে ওয়ার্লড ফোরাম অফ ফিস হারভেস্টিং অ্যান্ড ফিসওয়ার্কার্স (World Forum of Fish Harvesting and Fishworkers/WFF), ওয়ার্লড ফোরাম অফ ফিসার পিপ্‌লস (World Forum of Fisher Peoples/WFFP) ইন্টারন্যাশানাল কালেক্টিভ ইন সাপোর্ট অফ ফিসওয়ার্কার্স (International Collective in Support of Fishworkers/ICSF) এবং ইন্টারন্যাশানাল প্ল্যানিং কমিটি ফর ফুড সভ্‌রিনটি (International Planning Committee for Food Sovereignty/ IPC)।

এসএসএফ নির্দেশিকার প্রতি নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহর আগ্রহ কেন?

নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহ মনে করে যে, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য উপক্ষেত্রে যে প্রান্তিকিকরণ ঘটেছে, এই নির্দেশিকায় তাকে উলটে দেবার উপযোগী পলিসি প্রণয়ণে প্রয়োজনীয় রসদ জোগানোর শক্তি রয়েছে। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মৎস্যজীবীদের অধিকার এবং বৈধ স্বার্থ রক্ষাকল্পে নাগরিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এই ধরনের একটি নির্দেশিকা প্রণয়ণের জন্য বহু দিন থেকেই দরবার চালানো হচ্ছে। তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে যে, যদিও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মৎস্যজীবীগণ খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, তারা গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার মধ্যে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া, বাণিজ্যিক সমুদ্রযানের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত মৎস্য সংগ্রহ, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলো অধিগ্রহণ এবং সেখানে তাদের মাছ-ধরার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা, জলাঞ্চলে বিরোধাত্মক ব্যবহারের প্রতিযোগিতা, দারিদ্র্য, মৌলিক পরিষেবার অভাব — এসবই পড়ে।

এসএসএফ নির্দেশিকা কখন গৃহীত ও কার্যকর হবে?

২০১৪ সালের জুন মাসে কোফির ৩১তম অধিবেশনে প্রস্তাবিত এসএসএফ নির্দেশিকাটি গৃহীত হওয়ার জন্য উপস্থাপন করা হবে। গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর সেগুলি যথাযথ রূপায়ণের দায়িত্ব বর্তাবে বিভিন্ন রাষ্ট্র, নাগরিক সমাজ সংগঠন এবং অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের।

একটি স্বেচ্ছামূলক নির্দেশিকা হিসাবে এই এসএসএফ নির্দেশিকা কীভাবে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন করবে?

যদি মৎস্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত মৎস্যজীবীদের পক্ষে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করতে হয়, তাহলে গৃহীত হওয়ার পর ওই এসএসএফ নির্দেশিকাকে কার্যকরভাবে লাগু করতে হবে। এর দায়দায়িত্ব সরকার, দাতা সংস্থা, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ধীবর ও মৎস্যজীবী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষদের যৌথভাবে গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন পলিসি, আইন ও কর্মসূচি যাতে এসএসএফ নির্দেশিকায় অন্তর্ভুক্ত